তোমরা আমাকে ক্ষমা কর

হাসান

২১।১০।২০০৫

(এই লেখাটিতে কিছু ছবি সংযোজন করা হয়েছে।রাকিব নামের আমার এক বন্ধু ছবিগুলো আমাকে ই-মেইলে পাঠিয়েছে।রাকিবকে এই লেখার মাধ্যমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।ক্ষেত্র বিশেষে কিছু ছবি স্পর্শকাতর ও নৃশংস।তাই আমার অনুরোধ যারা মনে করেন ছবিগুলো তাদের মানসিক পীড়ার কারণ হবে দয়া করে তারা এই লেখাটি পড়বেন না)

ঘটনা ০১:

সেপ্টেম্বর ০৮ ২০০২।বুয়েটের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পুলিশ এর নির্বিচার আক্রমণ। একজন ছাত্রীর করুণ আর্তনাদ।

ঘটনা ০২:

ফ্রেব্রুয়ারী ০৬, ২০০৩।ঢাকার তাঁতীবাজার থেকে নেওয়া ছবি। একজন ব্যবসায়ী কে প্রাণ দিতে হয়েছে চাঁদা দিতে অস্বীকার করায়।

ঘটনা ০৩:

নভেম্বর ০৪,২০০২।ঢাকার কলাবাগান।একটি চুল কাটার দোকানে ২ জন কর্মচারীর মৃত লাশ পাওয়া যায়।

ঘটনা ০৪:
জুন ০৮,২০০২। বুয়েটের ছাত্রী সাবেকুন নাহার সনি সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হন।তার মৃতদেহ।

ঘটনা ০৫:
নওশীন।জীবনকাল বিশ মাস।বাড্ডার একটি এলাকাতে সন্ত্রাসীদের ক্রস ফায়ারের সময় তার মাথায় একটি গুলি লাগে।মারা যায় নওশীন।
নওশীন তার বাবা ও মার একমাত্র সন্তান ছিল।

ঘটনা ০৬:
দিনেশ কুমার বিশ্বাস।বয়স ৩৫ বছর।সন্ত্রাসীদের হাতে তাকে এভাবেই নির্মম ভাবে প্রাণ দিতে হয়।তেজগাঁও,কারওয়ান বাজার থেকে তার লাশ উদ্ধাক করা হয়।তারিখ ১৭ আগষ্ট ২০০২।

ঘটনা ০৭:
অজ্ঞাতনামা এই ব্যক্তির লাশ ৮ টুকরো অবস্থায় পাওয়া যায় রাজধানীর ঢাকার এলিফেন্ট রোড থেকে।ঘটনাটা ২০০২ সালের।

ঘটনা ০৮:
ছবির এই তরুণটির নাম টিপু।টিপু সুলতান।সন্ত্রাসীদের হাতে তাকে হতে হয় পঙ্গু।তার দোষ তিনি একজন সাংবাদিক,তার কলম বুলেট হয়ে বিধেছিল সন্ত্রাসীদের বুকে।

ঘটনা ০৯:
১৪ এপ্রিল ২০০১। রমনার বটমূলে বোমা হামলায় মারা যায় অনেকে।শিল্পী নামের ১৮ বছরের এক তরুণী এই হামলায় মৃত্যুবরণ করে।

ঘটনা ১০:
মোহাম্মাদ সানাউল্লাহ নামের এই ব্যবসায়ী চাঁদাবাজদের হাতে প্রাণ হারান। তার বুকের উপর শোকে পাথর এই মহিলা নিশ্চয়-ই তার মা।

উপরের ছবিগুলো বিভিন্ন সময়,বিভিন্ন ঘটনা থেকে নেওয়া হয়েছে।এই ঘটনাগুলো তে সৌভাগ্যক্রমে আমার কেউ নেই,কিন্তু আমি জানি এসব মানুষদের বুকে কি নিদারুণ কষ্ট।বুকে পাথর চাপা দিয়ে তারা এগুলো সহ্য করেছে,এখনো করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন।ঘটনাগুলো ঘটার পর হয়তো আমাদের শীর্ষ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের পরিবারের সাথে দেখা করছেন,মোটা অংকের চেক দিয়েছেন হয়তো সেটা টেলিভিশন এ ফলাও করে প্রচার ও করা হয়েছে।যেই মানুষটা মারা গেল কেউ কি তাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে?

এই ঘটনাগুলো ঘটার পর পত্রিকাতে এই নিয়ে বিস্তর লেখা হয়েছে। এখনো রাজনৈতিক কারণে এসব ঘটনাগুলো অনেকে ব্যবহার করে থাকেন।কেউ কি একবার এই মানুষগুলোর কাছে গিয়ে দেখেছে তারা কিরকম আছেন? প্রিয়জনকে এত নির্মম ভাবে হারানোর বেদনা আমাদের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের দুজন প্রধান গুরুত্বপূর্ণ মানুষ খুব ভাল ভাবে জানেন।আপনারা তো এই দেশের মানুষের আশা-ভরসার কান্ডারী আপনারা কি বলবেন স্বাধীন সার্বভৌম একটি দেশে এরকম ঘটনাগুলো, আপনাদের মত সুযোগ্য নেতৃত্ব থাকার পরও কেন ঘটে?

আমি যতটুকু জানি এই ঘটনাগুলো ঘটার পর সন্মিলিত ভাবে এক হয়ে, শক্ত ও সুদৃঢ় অবস্থান নিয়ে রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত হয়ে দেশের মানুষ তার বিচার দাবী করেনি। এই দেশের মানুষ হিসেবে আমার অনেক গৌরবময় অতীত আছে,রাজনীতির ভাল দিকটির সাথে তারা সম্পৃক্ত হয়ে তারা অনেক বড় বড় ঘটনার জন্ম দিয়েছেন;আমরা সবাই কি সেসব ভুলে গেছি? নাকি আস্তে আস্তে নিজেদের একটা আত্মকেন্দ্রিক,অনুভূতিহীন,নোংরা,বর্বর,ঘৃণ্য একটা জাতিতে পাল্টে ফেলছি?এখন আমাদের কোনো কিছুতেই কিছু হয়না;মানুষের মৃত্যু আমাদের কাছে এমন-ই গা-সোওয়া হয়ে গেছে- যে, ‘‘যেভাবে আছে থাকুক আমি ভাল থাকলেই হল‘‘-এরকম একটা চিন্তা আমাদের গ্রাস করেছে।

আমি জোর করে বিশ্বাস করতে চাই আমরা সেরকম হয়ে যাই-নি।এখনো কিছু মানুষ আছেন যারা আমার বাংলাদেশের জন্য,এই দেশের ভালোর জন্য, একটি নতুন বাংলাদেশের জন্য প্রাণপাত পর্যন্ত করতে প্রস্তুত আছেন।

আত্মকেন্দ্রিক,অনুভূতিহীন,নোংরা,বর্বর,ঘৃণ্য একটি জাতির একজন হওয়ার আগেই আমি এইসব হতভাগ্য মানুষদের বিদেহী আত্মার কাছে একটা ছোট আর্জি করতে চাই-

তোমরা আমাকে ক্ষমা কর...

massnoon.hasan@gmail.com

http://bidrohi.net.tf
http://jonotardabi.cjb.net